BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (2nd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : SALAT E KOSOR KORA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ

সালাতে কসর করা

٦٩٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيْرِ وَكَمْ يُقِيْمُ حَتّٰى يَقْصُرَ

৬৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ কসর সম্পর্কে বর্ণনা এবং কতদিন অবস্থান পর্যন্ত কসর করবে।

١٠١٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَاِنْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا ـ

১০১৯ মূসা ইব্‌ন ইসমায়ীল (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং সালাত কসর করেন। কাজেই (কোথাও) আমরা উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চাইতে বেশী হলে পুরোপুরি সালাত আদায় করি।[১]

١٠٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ـ

১০২০ আবূ মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সংগে মক্কা থেকে মদীনায় গমণ করি, আমরা মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাকা'আত, দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি (আনাস (রা.)-কে বললাম, আপনারা মক্কায় কত দিন ছিলেন তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম।[২]

---

১. এখানে বর্ণনাকারী মক্কা বিজয়কালীন মক্কায় অবস্থানের দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মত পোষণ করেন [illegible] দিন [illegible] নিয়াত করলে সালাত পুরা করবে, কসর নয়।

banglainternet.com

২. এ হলো বিদায় হজ্জের সময়ের বর্ণনা।

٦٩٦. بَابُ صَلاَةِ بِمِنًى

৬৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় সালাত।

١٠٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا ·

১০২১ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ আবূ বাক্র এবং উমার (রা.)-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। উসমান (রা.)-এর সঙ্গেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাকা'আত আদায় করেছি। তারপর তিনি পূর্ণ সালাত আদায় করতে লাগলেন।

١٠٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنْبَاَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ اَمْنَ مَاكَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ·

১০২২ আবুল ওয়ালীদ (র.).....হারিসা ইব্ন ওয়াহব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিরাপদ অবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন।

١٠٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيْلَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ ·

১০২৩ কুতায়বা (র.).....ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে বলা হলো, তিনি প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়লেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত পড়েছি, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি এবং উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি। কতই না ভাল হতো যদি চার রাকা'আতের পরিবর্তে দু'রাকা'আত মাকবূল সালাত হতো।

banglainternet.com

٦٩٧. بَابُ كَمْ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَجَّتِهِ

৬৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে কত দিন অবস্থান করেছিলেন ?

١٠٢٤ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ ٠

১০২৪ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মায়ীল (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ (যিল হজ্জের) ৪র্থ তারিখ সকালে (মক্কায়) আগমণ করেন এবং তাঁরা হজ্জের জন্য তালবীয়া পাঠ করতে থাকেন। তারপর তিনি তাঁদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন। তবে যাঁদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁরা এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নন। হাদীস বর্ণনায় আতা (র.) আবুল আলিয়াহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٩٨. بَابٌ فِيْ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ السَّفَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِيْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا

৬৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ কত দিনের সফরে সালাত কসর করবে। এক দিন ও এক রাতের সফরকে নবী করীম ﷺ সফর বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) চার 'বুর্‌দ' অর্থাৎ ষোল ফারসাখ দূরত্বে কসর করতেন এবং সাওম পালন করতেন না।[১]

١٠٢٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ اُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ ٠

১০২৫ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন মহিলাই যেন মাহ্‌রাম পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের সফর না করে।

١٠٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثَةً اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ تَابَعَهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٠

১০২৬ মুসাদ্দাদ (র.)........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন মহিলার সাথে কোন মাহ্‌রাম পুরুষ না থাকলে, সে যেন তিন দিনের সফর না করে। আহ্‌মাদ (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ্ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

১. এক ফারসাখ হলো- তিন মাইল। —আইনী।

١٠٢٧ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১০২৭ আদম (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহ্‌রাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে এক দিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা জায়িয নয়। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর সুহাইল ও মালিক (র.).....হাদীস বর্ণনায় ইব্‌ন আবূ যিব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٦٩٩. بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوْتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ هٰذِهِ الْكُوْفَةُ قَالَ لاَ حَتّٰى نَدْخُلَهَا

৬৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে। আলী (রা.) বের হওয়ার পরই কসর করলেন। অথচ তাঁকে বলা হল, এ তো কূফা। তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত কূফায় প্রবেশ না করি।

١٠٢٨ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

১০২৮ আবূ নু'আইম (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে মদীনায় যুহরের সালাত চার রাকা'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় আসরের সালাত দু' রাকা'আত আদায় করেছি।

١٠٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَلصَّلاَةُ أَوَّلُ مَافُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ .

১০২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সালাত দু' রাকা'আত করে ফরয করা হয় তারপর সফরে সালাত সে ভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় সালাত পূর্ণ (চার রাকা'আত) করা হয়েছে। যুহরী (র.) বলেন, আমি উরওয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (মিনায়) আয়িশা (রা.) কেন সালাত পূর্ণ আদায় করতেন ? তিনি বললেন, উসমান (রা.) যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, আয়িশা (রা.) তা গ্রহণ করেছেন।

banglainternet.com

٧٠٠. بَابُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا فِي السَّفَرِ

৭০০. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিবের সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা।

١٠٣٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَاَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتَصْرَخَ عَلَى امْرَاَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِيْ عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ حَتّٰى سَارَ مِيْلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمُ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتّٰى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৩০ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেছেন, এমন কি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সফরের ব্যস্ততার সময় অনুরূপ করতেন। অপর এক সূত্রে সালিম (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) আরও বলেন, ইব্ন উমর (রা.) তাঁর স্ত্রী সাফীয়্যা বিনত আবূ উবাইদ-এর দুঃসংবাদ পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেন। আমি তাঁকে বললাম, সালাতের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চলতে থাক। আমি আবার বললাম, সালাত ? তিনি বললেন, চলতে থাক। এমন কি (এ ভাবে) দু' বা তিন মাইল অগ্রসর হলেন। এরপর নেমে সালাত আদায় করলেন। পরে বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে সফরের ব্যস্ততার সময় এরূপভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) আরো বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত (দেরী করে) আদায় করেছেন এবং তা তিন রাকা'আতই আদায় করেছেন। মাগরিবের সালাম ফিরিয়ে কিছু বিলম্ব করেই ইশার ইকামাত দেওয়া হত এবং দু' রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। কিন্তু ইশার পরে গভীর রাত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না।

banglainternet.com

٧٠١. بَابُ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

৭০১. অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর উপরে সাওয়ারী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করা।

١٠٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

১০৩১ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি, তাঁর সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে, তিনি সে দিকেই সালাত আদায় করেছেন।

١٠٣٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِيْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১০৩২ আবূ নু'আইম (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাওয়ার থাকাবস্থায় কিব্‌লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করেছেন।

١٠٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১০৩৩ আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র.).....নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) তাঁর সাওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন এবং এর উপর বিত্‌রও আদায় করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন।

٧٠٢. بَابُ الإِيْمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

৭০২. অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুর উপর ইশারায় সালাত আদায় করা।

١٠٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُوْمِيْ وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

banglainternet.com

১০৩৪ মূসা ইবন ইসমাঈল (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) সফরে সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে সে দিকেই মুখ ফিরে ইশারায় সালাত আদায় করতেন এবং আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

٧٠٣. بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوْبَةِ

৭০৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সালাতের জন্য সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা।

١٠٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عَامِرَبْنَ رَبِيْعَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُوْمِئُ بِرَاْسِهِ قِبَلَ اَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّيْ عَلٰى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَايُبَالِيْ حَيْثُ مَاكَانَ وَجْهُهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لَا يُصَلِّيْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ .

১০৩৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আমির ইব্ন রাবী'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় মাথা দিয়ে ইশারা করে সে দিকেই সালাত আদায় করতেন যে দিকে সাওয়ারী ফিরত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয সালাতে এরূপ করতেন না। লাইস (র.).....সালিম (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ (রা.) সফরকালে রাতের বেলায় সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন, কোন্ দিকে তাঁর মুখ রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করতেন না এবং ইব্ন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ারীর উপর নফল সালাত আদায় করেছেন, সাওয়ারী যে দিকে মুখ ফিরিয়েছে সে দিকেই এবং তার উপর বিত্‌র ও আদায় করেছেন। কিন্তু সাওয়ারীর উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না।

١٠٣٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوْبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১০৩৬ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় পূর্ব দিকে ফিরেও সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং কিব্‌লামুখী হতেন।

٧٠٤. بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

৭০৪. অনুচ্ছেদ ঃ গাধার উপর নফল সালাত আদায় করা।[১]

banglainternet.com

১. উট, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি প্রাণীর উপর সাওয়ার হয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় কিব্‌লা ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করা বৈধ কিন্তু ফরয সালাত নয়।

١٠٣٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنَسًا حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِيْ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَاَيْتُكَ تُصَلِّيْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ اَفْعَلْهُ رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

১০৩৭ আহ্‌মদ ইব্‌ন সায়ীদ (র.).....আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) যখন শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। আইনুত্ তামর (নামক) স্থানে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাঁকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। অর্থাৎ কিব্‌লার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিব্‌লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন ? তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না।

٧٠٥. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا

৭০৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় না করা।

١٠٣٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ اَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللّٰهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১০৩৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলাইমান (র.).....হাফস ইব্‌ন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা.) একবার সফর করেন এবং বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাহচর্যে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব ঃ ২১)

١٠٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

১০৩৯ মুসাদ্দাদ (র.).....হাফস ইব্‌ন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছি, তিনি সফরে দু' রাকা'আতের অধিক নফল আদায় করতেন না। আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর এ রীতি ছিল।

banglainternet.com

٧٠٦. بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِيْ غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

৭০৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল আদায় করা। সফরে নবী ﷺ ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

١٠٤٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ مَا أَنْبَأَ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِيْ بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

১০৪০ হাফস ইব্ন উমর (র.).....ইব্ন আবূ লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, উম্মে হানী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ -কে সালাতুয্ যুহা (পূর্বাহ্ন এর সালাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। তিনি (উম্মে হানী (রা.)) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর চাইতে সংক্ষিপ্ত কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি, তবে তিনি রুকূ' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন। লায়স (র.) আমির (ইব্ন রাবীআ') (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রাতের বেলা সফরে বাহনের পিঠে বাহনের গতিমুখী হয়ে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

١٠٤١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُوْمِيْ بِرَأْسِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১০৪১ আবুল ইয়ামান (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সফরে) তাঁর বাহনের পিঠে এর গতিমুখী হয়ে মাথার দ্বারা ইশারা করে নফল সালাত আদায় করতেন। আর ইব্ন উমর (রা.)ও তা করতেন।

٧٠٧. بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৭. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা।

banglainternet.com

١٠٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ حَفْصٍ عَنْ اَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ .

১০৪২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন দ্রুত সফর করতেন, তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। ইবরাহীম ইব্ন তাহমান (র.)..... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ইশা একত্রে আদায় করতেন। আর হুসাইন (র.).....আনাস ইব্ন মলিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরকালে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং আলী ইব্ন মুবারকও হারব (র.).....আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় হুসাইন (র.)-এর অনুসরণ করেছেন যে, নবী ﷺ একত্রে আদায় করেছেন।

٧٠٨. بَابُ هَلْ يُؤَذِّنُ اَوْ يُقِيْمُ اِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামাত ?

١٠٤٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمُ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتّٰى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৪৩ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি যখন সফরে তাঁকে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হত, তখন মাগরিবের সালাত এত বিলম্বিত করতেন যে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)ও দ্রুত সফরকালে অনুরূপ করতেন। তখন ইকামতের পর মাগরিব তিন রাকা'আত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। তারপর অল্প সময় অপেক্ষা করেই ইশা-এর ইকামাত দিয়ে তা

banglainternet.com

দু'রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন।এ দু'য়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় করতেন না এবং ইশার পরেও না। অবশেষে মধ্যরাতে (তাহজ্জুদের জন্য) উঠতেন।

١٠٤٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَنَسٍ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

১০৪৪ ইসহাক (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে এ দু' সালাত একত্রে আদায় করতেন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশা।

٧٠٩. بَابُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ اِلَى الْعَصْرِ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ فِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭০৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের সালাত আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা। এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)—এর বর্ণনা রয়েছে।

١٠٤٥ حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪৫ হাস্‌সান ওয়াসেতী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত (পূর্ব পর্যন্ত) যুহর বিলম্বিত করতেন এবং উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর (সফর শুরু করার আগেই) সূর্য ঢলে গেলে যুহর আদায় করে নিতেন। এরপর (সফরের উদ্দেশ্যে) আরোহণ করতেন।

٧١٠. بَابُ اِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

৭১০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যুহরের সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহণ করা।

١٠٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

banglainternet.com

১০৪৬ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহ্‌রের সালাত বিলম্বিত করতেন। তারপর অবতরণ করে দু' সালাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে যুহ্‌রের সালাত আদায় করে নিতেন। তারপর বাহনে আরোহণ করতেন।

٧١١. بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ

৭১১. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির সালাত।

١٠٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا .

১০৪৭ কুতাইবা ইব্‌ন সায়ীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন এবং এক দল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি বসে পড়ার জন্য তাদের প্রতি ইশারা করলেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। কাজেই তিনি রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে এবং তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে।

١٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ اَوْ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُوْدًا وَقَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১০৪৮ আবূ নু'আইম (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এতে আঘাত লেগে তাঁর ডান পাশের চামড়া ছিলে গেল। আমরা তাঁর রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। ইতি মধ্যে সালাতের সময় হলে তিনি বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে সালাত আদায় করলাম। পরে তিনি বললেনঃ ইমাম তো নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্যে। কাজেই তিনি তাক্‌বীর বললে, তোমরাও তাক্‌বীর বলবে, রুকূ' করলে তোমরাও রুকূ' করবে, তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে। তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে তখন তোমরা বলবে ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ '।

banglainternet.com

١٠٤٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَاَلَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَاَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُوْرًا قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

১০৪৯ ইসহাক ইব্ন মানসূর ও ইসহাক (ইব্ন ইব্রাহীম) (র.).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তবে তা-ই উত্তম।আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে, তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে আদায় করবে তার জন্য বসে আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব।

٧١٢. بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْاِيْمَاءِ

৭১২. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির ইশারায় সালাত আদায়।

١٠٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُوْرًا وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ نَائِمًا عِنْدِىْ مُضْطَجِعًا هٰهُنَا .

১০৫০ আবূ মা'মার (র.).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বসে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল সে উত্তম আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করল তার জন্য দাঁড়ান ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে সালাত আদায় করল, তার জন্য বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আমার মতে এ হাদীসে 'نَائِمًا' (নিদ্রিত) এর দ্বারা 'مُضْطَجِعًا' (শুয়া) অবস্থা বুঝনো হয়েছে।

٧١٣. بَابُ اِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلّٰى عَلٰى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ اِنْ لَمْ يَقْدِرْ اَنْ يَتَحَوَّلَ اِلَى الْقِبْلَةِ صَلّٰى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

banglainternet.com

৭১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বসে সালাত আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায়

করবে। আতা (র.) বলেন, কিব্‌লার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে।

١٠٥١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .

১০৫১ আবদান (র.).....ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন ঃ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে; যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।

٧١٤. بَابُ اِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ شَاءَ الْمَرِيْضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا

৭১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বসে সালাত আদায় করলে সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা একটু হাল্‌কাবোধ করলে, বাকী সালাত (দাঁড়িয়ে) পূর্ণভাবে আদায় করবে। হাসান (র.) বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে দু' রাকা'আত সালাত বসে এবং দু' রাকা'আত দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারে।

١٠٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى اَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

১০৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অধিক বয়সে পৌঁছার আগে কখনো রাতের সালাত বসে আদায় করতে দেখেননি। (বার্ধক্যের) পরে তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রায় ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করে রুকূ' করতেন।

١٠٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا

banglainternet.com